শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ই-মেইল : info@sfmmkpjsh.com

Sheikh Fazilatunnessa Mujib Memorial KPJ Specialized Hospital & Nursing College
Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust

KPJ HEALTHCARE®
Care For Life

কেপিজে বুলেটিন

মার্চ ২০২২

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ই-মেইল : info@sfmmkpjsh.com

KPJ HEALTHCARE ®
Care For Life

মেটারনিটি স্যুইট

আপনার প্রশান্তি আমাদের অগ্রাধিকার

ডাঃ ফাতেমা ইয়াসমিন
বন্ধ্যাত্বরোগ ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ

ডাঃ সৈয়দা সানজিদ আরা নূপুর
কনসালট্যান্ট, গাইনী এন্ড অবস

ডাঃ রায়হানা মোসাব্বীর
প্রসূতি, স্ত্রীরোগ ও বন্ধ্যাত্বরোগ বিশেষজ্ঞ

উপদেষ্টা মন্ডলী

মোহাম্মদ তৌফিক বিন ইসমাইল- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ডাঃ রাজীব হাসান- পরিচালক, মেডিকেল সার্ভিস
নুর আদিলা বিনতি শুইব- প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা
রুজিতা মোহাম্মদ দান- প্রধান নার্সিং কর্মকর্তা

মুখ্য সম্পাদক

ডাঃ মোঃ আরিফুর রহমান
(কনসালট্যান্ট, কার্ডিওলজি)
সভাপতি,
সিএমই কমিটি ২০২২-২৩

সহ সম্পাদক

ডাঃ সৈয়দা সানজিদ আরা নূপুর
কনসালট্যান্ট, গাইনী এবং অবস

সদস্য

ডাঃ মোদাসসির হোসাইন শাফী
এনামুল হক দেওয়ান
বিকাশ চন্দ্র ঘোষ

দেশের চিকিৎসা খাত এবং বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তান সরকারের শাসন এবং শোষণে যখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জর্জরিত তখন জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে এগিয়ে এসেছিলেন এক অবিসংবাদিত নেতা, যার মুক্তির ডাকে বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রামে পথ ধরে আমরা পেয়েছি এক স্বাধীন রাষ্ট্র, তিনিই স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত একটি দেশ গঠনের দায়িত্বের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি।

দেশের স্বাস্থ্য খাতে গবেষণার জন্য তৎকালীন আইপিজিএম অ্যান্ড আর-কে? (বর্তমানে শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং এ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩০০ থেকে ৫০০ বেড়ে উন্নীত করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে মেডিকেল উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে ১৯৭২ সালে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অব সার্জনস (বিসিপিএস) প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গবন্ধু আজন্ম স্বপ্নের স্বাস্থ্যসেবার সফল ও স্বার্থক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী, আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের রূপকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেয়া বাস্তবভিত্তিক ও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। জাতির পিতার সুস্থ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্নের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে শেখ ফজিলাতুন্নেছা হাসপাতাল সফলতার সঙ্গে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। টারশিয়ারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেন্টার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে হাসপাতালটি।

দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেবার মাধ্যমে আগামীতে একটি পূর্ণাঙ্গ, সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে-এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

ডাঃ সৈয়দা সানজিদ আরা নূপুর

কনসালট্যান্ট, গাইনী এন্ড অবস

সফলতার গল্প

ডাঃ রাজীব হাসান

সার্জারী বিশেষজ্ঞ

৪৮ বছর বয়সী জনৈকা পেটে ব্যথার জন্য ঢাকায় চিকিতসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্ডোস্কপি করিয়ে জানতে পারেন যে তার পাকস্থলীতে একটি বড় টিউমার আছে অস্বস্তি নিয়ে তিনি তার ভাইয়ের দ্বারস্থ হন । তার ভাইয়ের পরামর্শ মোতাবেক তিনি যোগাযোগ করেন ডাঃ রাজীব হাসানের সাথে । এই হাসপাতাল থেকে সিটি স্ক্যান করে ডাঃ রাজীব তার টিউমারটি পেট একদমই না কেটে এন্ডোস্কপির মাধ্যমে অপসারনের জন্য ঠিক করেন । প্ল্যান মোতাবেক ৭ সেমি ব্যাসের এই টিউমারটি বের করা সম্ভব হয় । ভদ্রমহিলা একদিন পরই বাসায় ফিরে যান । পেট না কাটার জন্য তিনি অতি দ্রুত বাড়ি ফিরতে পেরেছেন এবং তার দৈনিক কাজকর্মে যোগ দিয়েছেন।

এন্ডোস্কপিক ই এস ডি পদ্ধতির মাধ্যমে পাকস্থলী ও কোলন হতে নির্দিষ্ট টিউমার অপসারণ করে ভাল ফলাফল পাওয়া সম্ভব । তবে এর জন্য চাই সচেতনতা, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং চিকিতসকের পরামর্শ ।

নেফ্রোলজি বিভাগ

ডাঃ নিজাম উদ্দিন আহাম্মেদ চৌধুরী

কনসালটেন্ট নেফ্রোলজি

বিশ্ব কিডনি দিবস হলো একটি বিশ্বব্যাপী প্রচারভিযান যার লক্ষ্য আমাদের কিডনির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সর্বপ্রথম ২০০৬ সালে এটি শুরু হয়েছিল। এরপর থেকে প্রতিবছর মার্চ মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বিশ্ব কিডনি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে । এই বছর ১০ই মার্চ বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত হচ্ছ। এবারের দিবসটির স্লোগান হলো "সুস্থ কিডনি সবার জন্য জ্ঞানের সেতু বন্ধনে সাফল্য"। বর্তমান বিশ্বে প্রতি দশজনে একজন এবং বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন। এর অন্যতম একটি কারণ হলো কিডনির শতকরা ৭০ ভাগ কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া পর্যন্ত রোগীরা শারীরিক ভাবে কোনো সমস্যা বা অসুস্থতা অনুভব করেন না। সে জন্য অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে রোগটি অনেক দেরি তে শনাক্ত হয়। রোগীর দীর্ঘ সময় সঠিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা প্রয়োজন হয় যা বেশ ব্যয়বহুল।

সে জন্য বিশ্ব কিডনি দিবসের মূল লক্ষ্য কিডনির সুস্থতা সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করা যাতে এই রোগের ব্যাপকতা কমে আসে । কিডনি রোগের অন্যতম কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত ডায়বেটিস, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, ও কিডনি প্রদাহ। সে জন্য যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ কিডনি প্রদাহ জনিত সমস্যা বা জন্মগত কো্ন সমস্যা রয়েছে তারা যদি নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমে বছরে অন্তত একবার সাধারণ পরীক্ষাসমূহ করান তাহলে খুব সহজেই প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা মাধ্যমে কিডনি সুস্থ রাখা কিংবা কিডনি সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

সফলতার গল্প

ফুসফুস ও বক্ষ্যব্যাধি ক্লিনিক

ডা. মো নাজমুল আলম খান

স্পেসালিস্ট, ফুসফুস ও বক্ষ্যব্যাধি ক্লিনিক

৭০ বছর বয়স্ক একজন ভদ্রলোক আমাদের হাসপাতালের জরুরী বিভাগে এক মাসের জ্বর,খাবারে অরুচি, কাঁশি আর প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসেন। ভদ্রলোকের আগে থেকেই জানা রোগ, যেমন জটিল কিডনি সমস্যা, উচ্চরক্তচাপ এবং অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ছিল ।

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমরা তার রোগ নির্ণয় করি যে তার যক্ষা রোগ হয়েছে - ফুসফুসের পর্দায় পানি জমেছে। যক্ষা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক চিকিৎসার মাধ্যমে উনি সুস্থ্য হতে থাকেন। পরবর্তীতে পুনরায় বুকের এক্স রে করে দেখা যায়, উনার বুকের ফুসফুসের পর্দায় জমে থাকা পানি কমতে শুরু করেছে এবং উনার অন্যান্য উপসর্গ হতে আরোগ্য লাভ করেছেন।

রোগী দীর্ঘ ৬ মাস নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যক্ষার চিকিৎসা নেয়ার পর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ্য আছেন। ২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। যক্ষ্মা রোগের ক্ষতিকর দিক বিশেষ করে স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই মহামারীর নির্মূলে দিবসটি পালিত হয়। যক্ষ্মা এখনো বিশ্বের দশটি মৃত্যুজনিত কারণের মধ্যে অন্যতম।

সুতরাং আসুন সচেতন হই। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসায় যক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে নিরাময় যোগ্য একটি রোগ।

সফলতার গল্প
কার্ডিওলজি বিভাগ

ডা. মো. আরিফুর রহমান

কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি

বর্তমানে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা আগের চেয়ে বহুগুন বেড়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ে। সেই সঙ্গে কমে প্রতিকারের সম্ভাবনার হার। তবে চিকিৎসকরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। প্রযুক্তির কল্যাণে এই রোগের নানা ধরনের চিকিৎসা সেবা তারা আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধের প্রাইমারি পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন (পিসিআই) করে সফল হয়েছেন চিকিৎসক ডা. মোঃ আরিফুর রহমান ও তার ক্যাথল্যাব সহকারীরা।

টাঙ্গাইলের মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া (ছদ্মনাম) সম্প্রতি বুকে ব্যথ্যা অনুভব করলে স্বজনেরা তাকে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। ক্লিনিকের ডাক্তাররা রোগীকে পরীক্ষা করে জানান, তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিশেষায়িত কোন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তারা সেখান থেকে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে ডা. মোঃ আরিফুর রহমান এবং তার টিম রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন, রোগীর হার্টের ডান পাশের অন্যতম প্রধান রক্তনালী আরসিএ সম্পূর্ণভাবে ব্লক হয়ে গেছে। রোগীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় প্রাইমারি পিসিআই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়ার হার্টে টেম্পোরারি পেসমেকার স্থাপন করে প্রাইমারি পিসিআই করা হয়। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণরুপে সুস্থ আছেন।

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়ার চিকিৎসক ডা. মোঃ আরিফুর রহমান বলেন, এত বেশি বয়সী রোগীর দেহে এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির সফলতার হারই সবচেয়ে বেশি। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে এ চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার রোগীকে সর্বোচ্চ ফলাফল দিতে পারে।

কোভিড ১৯ এবং গণ টিকা দান কর্মসূচী

জোবায়ের মাহমুদ
ফার্মাসিস্ট

বাংলাদেশে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে করোনা ভ্যাকসিনের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ ৮ ই মার্চ ২০২১ সাল থেকে টিকা কার্যক্রম শুরু করে । আমাদের কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত ১ম ডোজ সম্পন্ন করেছে ২৭০০৭০ জন এবং ২ ডোজ সম্পন্ন করেছে ১২৩৩৮১ জন ।

এখন পর্যন্ত ছয় ধরনের ভেকসিন প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে -এর কোভিশিল্ড, মডার্না, সিনোফার্মে'র ভেরোসেল, এবং সিনোভ্যাক ফাইজার-বায়োএনটেক ।

''১ দিনে ১ কোটি টিকা"

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২২, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ কেন্দ্রে ১৮০৫০ টিকা দেয়া হয়েছে।

ঐ দিন সকাল ৭.৩০ টা থেকে রাত ৭.৩০ টা পর্যন্ত টিকা কার্যক্রম চলমান ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঠিক দিক নির্দেশনায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রম সফল হয়।

ফিজিওথেরাপি

কে জামান উৎসব
ফিজিওথেরাপিস্ট

ফিজিওথেরাপি কি?
ফিজিও থেরাপি একটি বিজ্ঞান সম্মত ও সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা পদ্ধতি। ঔষধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আমরা কিছু রোগের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ উপশম লাভ করতে করি।

ফিজিওথেরাপি কখন প্রয়োজন ?

- ঘাড়, কোমর, মেরুদণ্ডের ব্যথায় অথবা ফ্রোজেন শোল্ডার বা কাঁধে ব্যথা, হাত ব্যথা, হাঁটু অথবা গোড়ালির ব্যথা, স্পোর্টস ইনজুরি, আঘাতজনিত ব্যথা, হাড় ক্ষয়জনিত রোগ, জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া, স্ট্রোক অথবা প্যারালাইসিস জনিত সমস্যায়, মুখ বেঁকে যাওয়া বা ফেসিয়াল পালসি, হৃদরোগ অথবা ফুসফুসের বিভিন্ন সমস্যায়, বিভিন্ন ধরনের অপারেশন পরবর্তী সমস্যায়,আইসিইউ-তে অবস্থানকারী রোগীর জন্য, পা বাঁকা (ক্লাব ফিট), পোড়া রোগীদের জন্য, সেরিব্রাল পালসি (প্রতিবন্ধী শিশু), বার্ধক্যজনিত সমস্যা ইত্যাদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ও পুনর্বাসন সেবায় ফিজিওথেরাপির ভূমিকা অপরিসীম।

ফিজিওথরাপির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে- ম্যানুয়াল থেরাপি, ম্যানিপুলেটিভ থেরাপি, মোবিলাইজেশন, মুভমেন্ট উইথ মোবিলাইজেশন, থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ, পশ্চারাল এডুকেশন, আরগোনমিক্যাল কনসালটেন্সি, ইলেকট্রোথেরাপি বা অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চিকিৎসা হাইড্রোথেরাপি ইত্যাদি।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ই-মেইল : info@sfmmkpjsh.com

KPJ HEALTHCARE®

Care For Life

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ০২-৪৪০৭৭০৩০-৩১ ফোন: (+৮৮) ০১৮১০-০০৮০৮০